ঘাড় দিয়ে ঢুকে পিঠ ফুঁড়ে বেরোল বাঁশ, প্রাণে বাঁচাল এসএসকেএম

আজকালের প্রতিবেদন

ঘাড় দিয়ে বাঁশ ঢুকে পিঠ ফুঁড়ে বেরোল তরুণের। মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারে প্রাণে বাঁচাল এসএসকেএমের কার্ডিওথোরাসিক ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগের চিকিৎসকরা (সিটিভিএস)। রবিবার বিকেলে বাইক নিয়ে গ্রামের বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়েছিলেন বছর ২৩-এর শুভদীপ রায় বাইকের সামনে আচমকা কুকুর চলে আসে তাকে বাঁচাতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে খড়ের গাদার ওপর পড়ে যান যুবক খড়ের নীচে থাকা একটি বাঁশ আচমকাই কাঁধ ও গলার সংযোগস্থল ফুঁড়ে বুকে ঢুকে একেবারে পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে যায় রক্তাক্ত শুভদীপকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে কলকাতায় রেফার করা হয় হুগলির আরামবাগ মহকুমার সন্তোষপুর থেকে কলকাতা আসতে আসতে কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে যায় এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে প্রথমে আনা হয় সেখান থেকে সরাসরি সিটিভিএস বিভাগের ওটি-তে নিয়ে যাওয়া হয়। রবিবার মধ্যরাতেই জটিল ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচার শুরু করেন চিকিৎসকরা। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে গুরুতর আহত যুবককে ফিরিয়ে আনতে সফল হন চিকিৎসকরা। আপাতত ভাল আছেন রোগী।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, পাঁচ ফুটের বাঁশ সমেত রোগীকে ওটি টেবিলে শোয়ানোর পর তাঁর অ্যানাস্থেশিয়া করাটাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং মেরুদণ্ড, একগুচ্ছ স্নায়ু, খাদ্যনালি, শ্বাসনালি, মহাধমনি এবং মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী মূল ধমনিকে অক্ষত রেখে অস্ত্রোপচার করে সেই বাঁশ বের করাই ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বাঁশটি শরীরে ঢুকলেও বরাতজোরে কোনও গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ু বা ধমনির ক্ষতি হয়নি তাও ঝুঁকি না নিয়ে প্রথমেই রোগীকে ভেন্টিলেশনে দেন কার্ডিয়াক অ্যানাস্থেশিস্ট সন্দীপ কর এবং তাঁর সহযোগী চিকিৎসক সোহিনী মজুমদার ও প্রিয়াঙ্কা

সিটিভিএস বিভাগের ডাঃ শুভেন্দু মহাপাত্রের নেতৃত্বে অস্ত্রোপচার হয় টিমে ছিলেন সুরজিৎ সরকার, নবারুণ ও আকাশ নামের তিন স্নাতকোত্তর পড়ুয়া চিকিৎসকরা জানান, অস্ত্রোপচারের পরে ২ ইউনিট রক্ত দেওয়া হয়েছে রোগীকে। আপাতত তিনি ট্রমা কেয়ার সেন্টারে রয়েছেন। রাইলস টিউবের মাধ্যমে খাওয়ানো হচ্ছে। কথাবার্তা বলতে পারছেন। ঠোঁটের একটি ক্ষত মেরামতির জন্য প্লাস্টিক সার্জারি প্রয়োজন কয়েক দিন পরে

লাভ ১৩.৭৮ লক্ষ কোটির

● ১ পাতার পর

এর মানে মোদি সরকারের গৃহীত নীতিইগুলিই ভবিষ্যতে কার্যকর হবে। এই আশায় চাঙ্গা হয়েছে বাজার।' স্বস্তিকা ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের সন্তোষ মিনা বলেন, 'রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে নিফটি ও সেনসেক্স যদি এগ্‌জিট পোলের সঙ্গে ভোটের ফল মিলে যায় তাহলে বাজার আরও চাঙ্গা হবে। সেক্ষেত্রে নিফটি ২৩,৫০০ এবং সেনসেক্স ৭৭ হাজার পয়েন্টে পৌঁছে যেতে পারে 'দেশে 'পাকাপোক্ত' সরকারের পূর্বাভাসে সপ্তাহের শুরুতে ফুরফুরে হাওয়া শেয়ার বাজারে তাছাড়া গত আর্থিক বছরে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) ৮.২ শতাংশে পৌঁছেছে। তারও প্রভাব রয়েছে শেয়ার বাজারে

৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যের তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সোমবার এই উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি রাজভবনের এক্স হ্যান্ডলে জানানো হয় এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হল, প্রেসিডেন্সি, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ এবং কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তীকে। হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য হয়েছেন রূপকুমার বর্মন। আর কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে জ্যোৎস্না কুমার মণ্ডলকে। সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের পাঠানো তালিকা থেকেই এই তিনজনকে বেছে নিয়েছেন রাজ্যপাল নির্মাল্য নারায়ণবাবু রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক এর আগে কিছুদিনের জন্য তিনি রবীন্দ্রভারতীর অন্তর্বর্তী উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন। রূপকুমারবাবু যাদবপুরের ইতিহাসের অধ্যাপক তিনিও এর আগে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য ছিলেন। জ্যোৎস্নাকুমারবাবু কল্যাণী বিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপক তিনিও এর আগে তিন মাসের জন্য রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল রাজ্যের পাঠানো তালিকা থেকে রাজ্যপালকে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু গত ১৭ মে এ সংক্রান্ত মামলায় ৭ জনের নাম নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যপালের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয় বাকি ৮টি নামের মধ্যে থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে উপাচার্য নিয়োগের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত বলা হয় বাকি ৭টি নাম আবার পাঠাবে রাজ্য। এই ৮ জনের তালিকা থেকেই এদিন তিনজনকে নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল

সতর্ক থাকতে হবে: তৃণমূল

● ১ পাতার পর

মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছে। তাঁদের ওপর বিশ্বাস রাখুন, তাঁরাই জেতাবেন তৃণমূল কংগ্রেসকে এজেন্টদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, নির্বাচনী কর্তব্য পালনে এতটুকু শৈথিল্য নয়

এদিকে তৃণমূলের এক নেতা জানান, ২০১৯-এর যে ক'জন জিতে তৃণমূলের সাংসদ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন ছাড়া বাকি সকলেই জিতবেন। বিজেপি-র ১৯ জন সাংসদ জিতেছিলেন। এবার তার থেকে প্রায় ১০ জন সাংসদ হেরে যাবেন। এই আসনগুলি তৃণমূল পাবে। কংগ্রেস পাচ্ছে ১টি আসন। শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের আসনটি তৃণমূলের দখলেই আসবে।

এলেন শুধু শিক্ষকেরাই

● ১ পাতার পর

এছাড়াও বিভিন্ন ক্লাসের সামার প্রোজেক্ট যেমন চলছে তেমন চলবে। ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দে বলেন, স্কুল খুললে কীভাবে সিলেবাস শেষ করা হবে, বাড়তি যে ক্লাসের কথা বলা হয়েছে, তা কীভাবে নেওয়া হবে— এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ঠিক হয়েছে একাদশ বাদে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের অনলাইন ক্লাস এই ক'দিন শিক্ষকরা স্কুলে এসে নেবেন। চাতড়া হাইস্কুলে এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়ে গেছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণাংশু মিশ্র বলেন, শিক্ষিকাদের শৌচালয় নিয়ে সমস্যা হওয়ায় তাঁদের বাড়ি চলে যেতে বলা হয় মাস্টারমশাইদেরও কোনও কাজ ছিল না কেন্দ্রীয় বাহিনীর রাতেই চলে যাওয়ার কথা মঙ্গলবার সকাল আটটার মধ্যে বাহিনী না গেলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দমদমের শ্রী অরবিন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক অসীম কুমার নন্দ জানান, এদিন স্কুল পরিষ্কার করা আর অভ্যন্তরীণ কিছু কাজ হয়েছে। বাকি সময়টা গল্প করেই কেটেছে। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৬ জুনের বদলে ১৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যে থেকে যাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষকরা সেমেস্টার পদ্ধতি চালু হওয়ায় একাদশের ক্লাস হওয়াটা খুব জরুরি মে মাসে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হলেও তারা এখনও স্কুলে আসেনি এদিকে প্রথম সেমেস্টার নভেম্বর মাসে যে স্কুলে ১৯ জুন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে সেই সব জায়গায় পঠন-পাঠন চলবে কি করে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে স্কুলে না রেখে যেন অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর ৬ জুন থেকে স্কুলের পঠন-পাঠন শুরু করা হোক

এবার গণনা শুরু হবে পোস্টাল ব্যালট দিয়ে

● ১ পাতার পর

৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার প্রতিটিতে ৫টি করে ভিভিপ্যাট গোনা হবে। কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শীতলকুচি ও দিনহাটা বিধানসভা এলাকায় ২৩ রাউন্ড করে গণনা হবে সব থেকে কম রাউন্ড গণনা হবে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের চোপড়ায়, ৯ রাউন্ড গণনাকেন্দ্রে স্ট্রং রুম রয়েছে ৩৯৪টি।

এদিকে, বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের দেগঙ্গা বিধানসভার অন্তর্গত ৬১ কদম্বগাছি সর্দারপাড়া এফ পি স্কুলের ২ নম্বর ঘর এবং মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কাকদ্বীপ বিধানসভা এলাকার ২৬ আদ্দির মহল শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপীঠ এফ পি স্কুল— এই দুটি বুথে পুনর্নিবাচন হয় কাকদ্বীপে পুনর্নিবাচনে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৮০.৪৬ শতাংশ। দেগঙ্গায় পুনর্নিবাচনে ভোট পড়েছে ৭৫.১৭ শতাংশ।

অন্যদিকে, নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য ৬ জুন পর্যন্ত রাজ্যে ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এখন তা বাড়িয়ে ১৯ জুন পর্যন্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে মোট ৭৩.১৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। এবার রাজ্যে মোট ভোটার ছিল ৭ কোটি ৬০ লক্ষ ১০ হাজার ৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিল ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ১৩ হাজার ৪১৫ জন। মহিলা ভোটার ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮১৮, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১ হাজার ৭৭৩। মোট প্রার্থীর সংখ্যা ৫০৭। এর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী ছিলেন ৪৩৪, মহিলা ৭২ এবং তৃতীয় লিঙ্গের একজন। সপ্তম দফার ভোটে সব থেকে বেশি ভোট পড়েছে বসিরহাটে ভোট পড়েছে ৮৪.৩১ শতাংশ। কলকাতা উত্তরে সব থেক কম ভোট পড়েছে। ভোট পড়েছে ৬৩.৫৯ শতাংশ। দমদমে ৭৩.৮১, বারাসত ৮০.১৮, জয়নগর ৮০.০৮, মথুরাপুর ৮২.০২, ডায়মন্ড হারবার ৮১.০৪, যাদবপুর ৭৬.৬৮, কলকাতা দক্ষিণ ৬৬.৯৫ শতাংশ।

লালবাজার সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা পুলিশের আওতাধীন এলাকায় মোট ১৪টি স্ট্রং রুম রয়েছে। সেগুলি কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে। লালবাজারে খোলা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম কলকাতার ১০টি গণনাকেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ, কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, ঠাকুরপুকুরের বিবেকানন্দ কলেজ, জোকার ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম, সেন্ট থমাস বয়েজ হাই স্কুল, বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল, শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল, বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলিপুরের হেস্টিংস হাউজ কমপ্লেক্স

দুপুরেই স্পষ্ট হবে

● ১ পাতার পর

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করার জন্য ২ বছর ধরে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কাজটা খুব একটা সহজ ছিল না '

জম্মু ও কাশ্মীরে শিগ্‌গিরই বিধানসভা নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। জানান, 'জম্মু ও কাশ্মীরে আমরা খুব শিগ্‌গিরই বিধানসভা নির্বাচন আয়োজন করতে চলেছি সেখানে লোকসভায় যে হারে মানুষ ভোট দিয়েছেন, তাতে আমরা উৎসাহিত 'তিনি জানিয়েছেন, এ বার জম্মু ও কাশ্মীর মিলিয়ে মোট পাঁচটি লোকসভা আসনে ভোটের হার নজির তৈরি করেছে। জম্মুতে ৫৮.৫৮ শতাংশ এবং উপত্যকা অঞ্চলে ৫১.০৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। এদিন নির্বাচন কমিশনার জানান, এবারের নির্বাচন থেকে কমিশন কিছু শিক্ষা নিয়েছে। এক মাসের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। গরমে নির্বাচন করা উচিত নয় এছাড়াও 'ফলস ন্যারেটিভ' রুখতে আরও প্রস্তুতি নিতে হবে কমিশনকে

সবুজ, গেরুয়া রং মেখে

● ১ পাতার পর

তার মধ্যেই ভোটের মিষ্টিতেও বাজার মাত রাজনীতির রঙে। তৃণমূল, বিজেপি, বাম, কংগ্রেস সব দলেরই প্রতীক দেওয়া সন্দেশ তৈরি করেছে পাণ্ডুয়ার এক মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান। একই সঙ্গে লাল, গেরুয়া, সবুজ রঙের রসগোল্লা এবং সবুজ বোঁদের চাহিদাও রয়েছে ভালই ক্রেতারা বলছেন, ভোটে হার-জিত থাকবেই। তবে উৎসবে মিষ্টিমুখ চলবেই।

মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পাল বলেছেন, অন্যান্য উৎসবের মতোই ভোটও একটা উৎসব তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক দেওয়া সন্দেশ তৈরি হয়েছে। ভোট শেষ হওয়ার পরই এগজিট পোল প্রকাশ হয়েছে, আর তখন থেকেই মিষ্টির বিক্রি বেড়েছে। বড় অর্ডারও আসছে। তৈরি হয়েছে বিভিন্ন দামের সন্দেশ। তিনি আশাবাদী, পাকাপাকি ভোটের ফল বেরোনোর পর মিষ্টির চাহিদা আরও বাড়বে। এ প্রসঙ্গে পাণ্ডুয়ার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় ঘোষ বলেছেন, মিষ্টি যে রঙেরই হোক, বাংলার মানুষ সবুজ মিষ্টিকে বেছে নিয়েছে। মঙ্গলবার সর্বত্র সবুজ-ঝড় উঠবে। সবাই সেই অপেক্ষায় রয়েছে। এদিকে, পাণ্ডুয়ার বিজেপি নেতা অমিতাভ ঘোষ বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া-ঝড় উঠছে। দেশে আবারও মোদি সরকার প্রতিষ্ঠা পাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। ফল বেরোনোর পরই দেখা যাবে গেরুয়া মিষ্টির চাহিদা

তবে ফল ঘোষণার পরই এই বঙ্গে শুরু হয়ে যাবে অকাল বসন্ত উৎসব সবুজ, গেরুয়া আবিরে একে অপরকে রাঙিয়ে তুলবেন জয়ী প্রার্থীর দলীয় কর্মীরা ফলাফলের আগেই সোমবার ভবানীপুর-সহ আরও কয়েকটি জায়গায় সবুজ আবির খেলতে দেখা গেল যে যাঁর নিজের দলের রঙের আবির মজুত করে রাখছেন। জয়ের উল্লাসে পাড়ায় পাড়ায় একে অপরকে আবিরে রাঙিয়ে তোলার চেনা চিত্র দেখা যাবে মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকেই। সোমবার কলকাতার বিভিন্ন পাইকারি ও খুচরো বাজারে তাই আবির কেনার ধুম বড়বাজার, ক্যানিং স্ট্রিট, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রিট মার্কেটে ঘুরে দেখা গেল সবুজ আবিরের চাহিদাই বেশি ছোট ব্যবসায়ীরা পাইকারি বাজার থেকে কেজি কেজি আবির কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, ঘাসফুল শিবিরের সবুজ আবির বেশি বিক্রি হচ্ছে। চাহিদা তুঙ্গে। তারপরই পদ্ম শিবিরের রং গেরুয়া লাল আবিরের বিক্রি একেবারেই কম সব মিলিয়ে ভোটের আবিরে রং লেগেছে, রং লেগেছে সন্দেশেও। এখন কারা কোনটা কেনেন, তাই দেখার।

বাড়তি সুবিধা চান গর্ভবতী ট্রেন চালকেরা

আজকালের প্রতিবেদন

গর্ভাবস্থায় ট্রেন চালানো বেশ কঠিন কাজ। ঝক্কিও রয়েছে প্রচুর। রয়েছে গর্ভপাতের আশঙ্কাও। বহু গর্ভবতী মহিলা-চালক অকাল গর্ভপাতের শিকার হন। তাই গর্ভাবস্থায় ট্রেনের ড্রাইভার-সিটের বদলে সহজতর ডিউটি চাইছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই রেলবোর্ডকে চিঠিও দিয়েছেন মহিলা রেল-চালকেরা শুধু গর্ভাবস্থাতেই নয়, সন্তানকে লালন-পালনের জন্যেও ১১ ঘণ্টা ধরে ট্রেন চালানোর বদলে সাময়িক বদলি চান তাঁরা কারণ, চলতি আইনে রেলের লোকো পাইলটদের বদলির কোনও বিধান নেই। তাই সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা চাইছেন, মেটারনিটি বেনিফিট (অ্যামেন্ডমেন্ট) আইন ২০১৭ মোতাবেক তাঁদেরও গর্ভাবস্থায় সুবিধা দিক ভারতীয় রেল। গর্ভাবস্থাতেও ট্রেন চালাতে বাধ্য মহিলা-চালকেরা। একমাত্র সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য দিনের আট সপ্তাহ আগে থেকে তাঁরা পান মেটারনিটি লিভ কিন্তু গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে ছুটি নিলে কাটা হয় তাঁদের বেতন। তাই তাঁরা চাইছেন লোকো পাইলটের বদলে অন্য কোনও দায়িত্ব পালন করতে। চালকদের মতে, শুধু ট্রেন চালানোই নয়; মানসিক ও শারীরিকভাবে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজও করতে হয় তাঁদের। গর্ভাবস্থায় সে ধরনের কাজ খুবই কষ্টকর। যেমন, ট্রেনে যদি কোনও গরু-ছাগল কাটা পড়ে তার দেহ সরানোটাও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটেরই কাজ। তাই ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ লোকো রানিং মেন অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে দাবি তোলা হয়েছে, অবিলম্বে গর্ভবতী চালকদের জন্য সহজতর বিভাগে বদলির সুবিধা কার্যকর করতে হবে। সম্প্রতি তাঁরা রেলবোর্ডকে চিঠিও দিয়েছেন।

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

কোশার ক্লাইমেট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে যৌথভাবে LTIM এবং SGI ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গে একটি ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে

"ভারতে এলটিআইএম দ্বারা ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার উদ্যোগ" প্রকল্পটির লক্ষ্য স্থানীয় সম্প্রদায়কে জড়িত করে একটি পর্যায় অনুসারে স্থানীয় ম্যানগ্রোভ গাছের প্রজাতি রোপণের মাধ্যমে অবক্ষয়িত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করা এই প্রকল্পটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে জলোচ্ছ্বাস, ঝড় এবং গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যাশিত প্রকল্পের হস্তক্ষেপগুলির ফলে উপকূলীয় মাটির ক্ষয় কমাতে, জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধিতেও সাহায্য করবে এবং ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের সামগ্রিক কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবে।

রোপণ করা গাছ এবং মাটিতে কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশনের মাধ্যমে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন অপসারণে অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে প্রকল্পটির। অতএব, প্রকল্পটি গাছের বায়োমাস এবং মাটিতে জমে থাকা কার্বনের পরিমাণ নির্ধারণ করছে এবং কার্বন ক্রেডিট মেকানিজমের অধীনে এই প্রকল্প নিবন্ধন ও সার্টিফিকেশন গ্রহণ করছে। এই বিষয়ে, প্রকল্প সমন্বয়কারীরা একটি স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ সভা (পাবলিক মিটিং) পরিচালনা করছেন "সরস্বতী মঞ্চ, গ্রাম: ৬নং আমরাতলা, পোস্ট অফিস: হারভাঙ্গি, থানা: বাসন্তী, ব্লক: বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭৪৩৩১২ ৬ই জুলাই ২০২৪, সকাল ১০.৩০ মিনিটে জনগণের মতামত জানতে বা প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে পরামর্শ শুনতে সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যকলাপের উপর আরও স্পষ্টীকরণের জন্য, নীচের বিবরণে আমাদের প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন। এটাও উল্লেখ করা উচিত যে যারা এই সভায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে পারবেন না তারা তাদের উদ্বেগগুলি নীচের যোগাযোগের বিবরণে পাঠাতে পারেন।

আমাদের প্রকল্পকে আগামীদিনে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য, আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য

যোগাযোগের ঠিকানা: নাম: শান্তনু ভট্টাচার্য্য

সংস্থা: এসজিআই ফাউন্ডেশন, ই-মেইল: PM.Sundarbans@sgi.org; মোবাইল: ৯৮৩১২৫৯২৭৩

অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন
(ভারত সরকারের একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)
নেলসন ম্যান্ডেল মার্গ, বসন্তকুঞ্জ, নতুন দিল্লি-১১০০৭০
ওয়েবসাইট: www.aicte-india.org

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

বিবিএ/বিসিএ/বিএমএস প্রোগ্রাম প্রস্তাবের জন্য সংস্থাগুলির পোর্টালের পুনরায় আরম্ভ

তারিখ পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (এআইসিটিই) বিবিএ/বিসিএ/বিএমএস প্রোগ্রাম যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে ৪৩০০টি সংস্থাকে অনুমোদন প্রদান করেছে। তথাপি এআইসিটিই অনুমোদনে আগ্রহী বহু সংখ্যক সংস্থা থেকে আবেদন গ্রহণ করছেন।

ওই অনুরোধের প্রেক্ষিতে শিক্ষাবর্ষ ২০২৪-২০২৫ সময়ের জন্য বিবিএ, বিসিএ এবং বিএমএস প্রোগ্রামের অফারের আবেদন চেয়ে সংস্থাগুলির আবেদন পোর্টাল পুনরায় আরম্ভের মনস্থির করছে।

যে সকল সংস্থা এখনও আবেদন করেনি, তারা জরিমানা ফি ₹৫০০০ প্রদান করে ০৭.০৬.২০২৪ বিকাল ৫টা পর্যন্ত আবেদন জমা করতে পারেন।

সকল আগ্রহী সংস্থাসমূহকে এই বর্ধিত সময়ের সুযোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আরও তথ্য এবং আবেদন জমার জন্য এআইসিটিইর ওয়েবসাইট www.aicte-india.org দেখুন।

Advt. No.
Regulation Bureau/AICTE/05(01)2024

প্রফেসর রাজীব কুমার
মেম্বার সেক্রেটারি, এআইসিটিই

CBC 21300/12/0001/2425

Aajkaal: 04.06.2024: Kolkata, Siliguri

শস্ত্র ডিভিশন, কলকাতা ওয়েস্ট সার্কেল, ৪র্থ ফ্লোর, ১১ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১

সংশোধনী

আপনাদের পত্রিকায় ২৩.০৫.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত ই অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে লট নং ২ **(অ্যাকা-শ্রী বিশ্বজিৎ সরকার এবং শ্রীমতী পাপিয়া সরকার)** ব্রাঞ্চের নাম কলকাতা স্থানে পড়তে হবে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট এবং লট নং ৪ **(অ্যাকা-শ্রী প্রফুল্ল কুমার হালদার এবং শ্রীমতী সাথী হালদার)** দখলের ধরন বাস্তবিক দখল স্থানে পড়তে হবে প্রতীকী দখল অধীনে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত

তারিখ: ০৪.০৬.২০২৪ অনুমোদিত আধিকারিক

আইএমআই আব্রেসিভস প্রাইভেট লিমিটেড
CIN: U27109WB1991PTC051846
৩৬, স্ট্র্যান্ড রোড, ৫ম তল, কলকাতা ৭০০ ০০৭।
ই মেল : imishots92@gmail.com
ফোন: ০৩৩ ২২১০ ১৬৪১
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৩ (৪) ধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০-এর সাব রুল (৫)-এর ক্লজ (এ) এবং বিষয়ক ও

বিষয়: **আইএমআই আব্রেসিভস প্রাইভেট লিমিটেড**, রেজিস্টার্ড অফিস: ৩৬, স্ট্র্যান্ড রোড, ৫ম তল, কলকাতা ৭০০ ০০৭।

..... আবেদনকারী

এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ০৩ জুন, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৩ ধারাধীনে **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'** থেকে **'ছত্তিশগড় রাজ্য'**তে এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই কোম্পানির সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।

এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, চতুর্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০ ০২০-এর কাছে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির উক্ত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে:

৩৬, স্ট্র্যান্ড রোড, ৫ম তল, কলকাতা ৭০০ ০০৭।

আইএমআই আব্রেসিভস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য ও তরফে
স্বাঃ/-
রাজ কুমার মুন্দ্রা
ডিরেক্টর
ডিন:০০৯৭৯৭৫০

তারিখ: ০৩.০৬.২০২৪
স্থান: কলকাতা

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অমৃত হ্যাচারিজ প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনের অধীনে)
রেজিঃ অফিস: ১৫৮, লেনিন সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ
লিকুইডেটরের ঠিকানা: সুমেধা ম্যানেজমেন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ
৮বি, মিডলটন স্ট্রিট, ৬এ গীতাঞ্জলি, কলকাতা-৭০০০৭১, ভারত
যোগাযোগ: ৮২৪০৬৩৪০১৯; ই-মেল: ip.amrithatcheriespvtltd@gmail.com

ইনসলভ